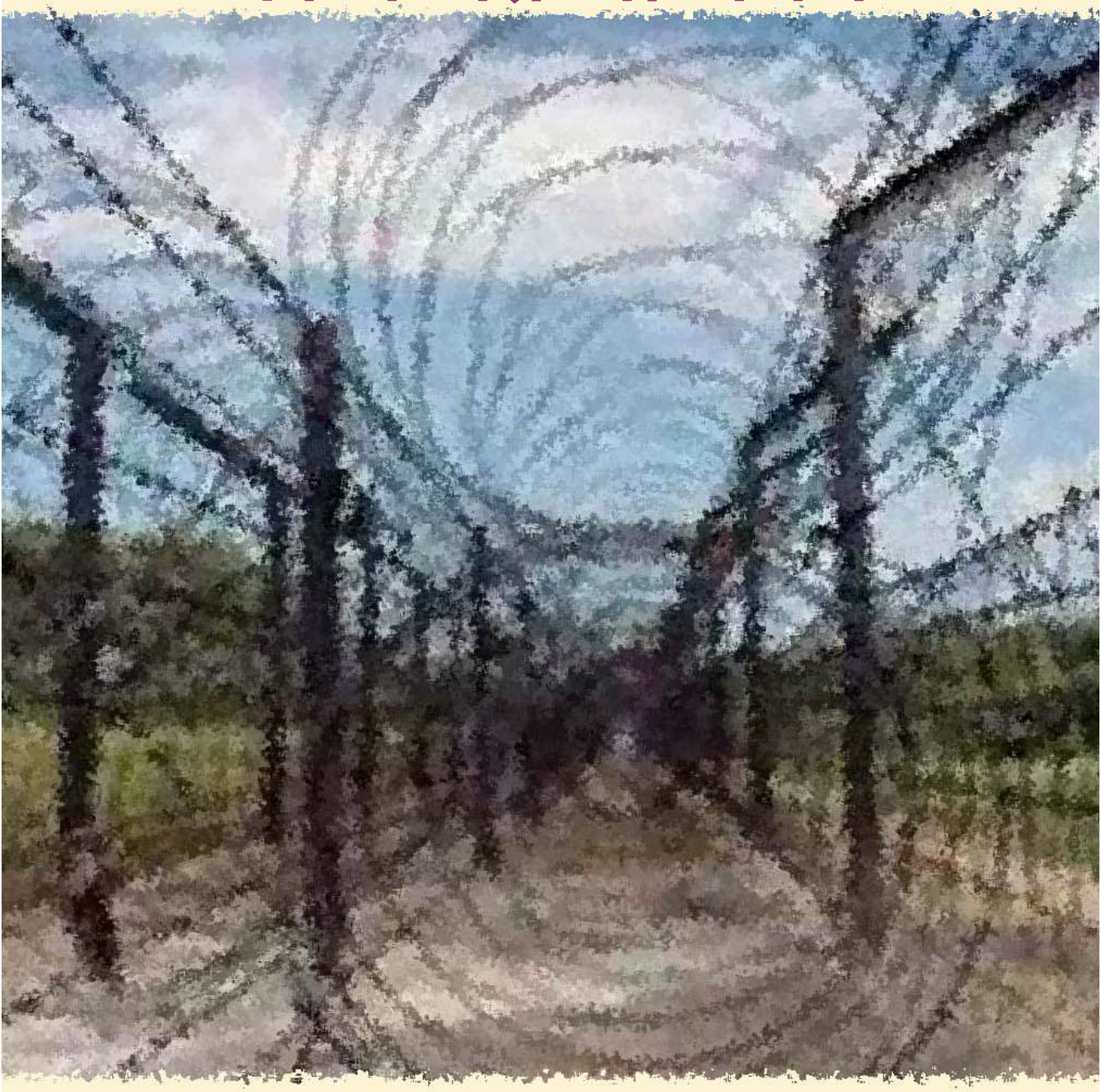
দুই বাংলার দুই কবির কবিতা সংকলন

কাঁটাতার সম্মিলন



সুবীর সরকার ॥ আজম মাহমুদ

দুই বাংলার দুই কবির কবিতা সংকলন

কাঁটাতার সম্মিলন

সুবীর সরকার ॥ আজম মাহমুদ

প্রকাশক

বাংলার ই-বই

www.banglar-eboi.com

কাঁটাতার সম্মিলন
যৌথ কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
কবিদ্বয়

ই-বুক প্রকাশকাল
২৮, জানুয়ারী, ২০১৪
১৫, মাঘ, ১৪২০

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

উৎসর্গ

কাঁটাতারের দু'পারের দুই মহৎপ্রাণ
যাঁরা একই আকাশের ওপারে হারিয়ে গেছেন...

অরুণেশ ঘোষ
ও
রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

কবিতাক্রম

মাসুদনামা (১- ২২)	৭- ২৮	তুমি ফিরে আসছো কবে	৩০
		আপদমস্তক ডুবে আছি	৩১
		ঘুম- অঘুমের কবিতা	৩২
		স্মৃতিকাতর	৩৩
		নীলরঙ	৩৪
		তসলিমা নাসরিনের প্রতি	৩৫
		শুধু স্বপ্ন, শুধু বিশ্বাস	৩৬
		পথ, পথিকের কাব্য	৩৭
		সূর্যসম্ভব দিন, মৃত্যুসম্ভব রাত্রি	৩৮
		নির্মেঘ দুঃখ	৩৯
		মৃত প্রেমিকের লাশ	৪০
		তুমিহীন বিরান মরুভূমিতে	৪১
		চুম্বন	৪২
		ফেসবুক ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে	৪৩
		সময়ের রোগ	৪৪
		লেসবিয়ান	৪৫
		সব ঝড়ের কথা লেখা আছে জলশব্দের গায়	৪৬
		বৈশাখের পঙতি	৪৭
		চলো শরীর পড়ি	৪৮
		বরুণার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ	৪৯
		এখনও প্রেম	৫০
		পাথরসময়	৫১
		সময় আমার ঈশ্বর	৫২
		দৌলতদিয়া	৫৩
		স্বমেহন	৫৪

সুবীর সরকার



দেবীবাড়ি, নতুন পাড়া, কোচবিহার- ৭৩৬১০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
subirsarkar25@gmail.com

মাসুদনামা

১।
গাছের ডাল কেটে যাত্রা শুরু
নদী থেকে তুলে আনা ভেজা
বালি
শস্যদানা ছড়িয়ে দেওয়া হয়
হা- মুখ। জলে ডুবছে নাচগান।
বিরাট গর্ত পেরিয়ে কলাইখেত
ডুগডুগি বাজাতে থাকা হাট ঘুরে
তুলে আনা ঢেকিকচুবন

২।
মাজারে মাজারে ঘুরি, মোনাজাত করি
আইলে আইলে আইল কাশিয়া
ওসমানপুর থেকে বাঘ ডাকলে
বারকান্দির ধানমাঠ তা শোনে
ফসলের ঢেউ গুনি বাঁশের মাচায়
শুয়ে

৩।
যে রাস্তায় কাশফুল তুই কি সে
রাস্তায়
ছোট যমুনায় সালতি ভাসে
সেতু থেকে নামতেই ভূট্টার
থোপ
মাটিলেপা উঠোন, নিসর্গের বদলে
বিকৃত আয়না নিয়ে সেলুনটি
জাগে

৪।
ইলিশভাজার গন্ধে আলোকিত উঠোন
জায়নামাজ গুছিয়ে রাখা
জুম্মাঘর
পাখিরা অধিগ্রহণ করে বকফুলগাছ
জিরেহলুদমাখা
তিন বউ
হাঁসেরা পদযাত্রী হয়ে শীতলতা মাখে
সোনাপাড়ার দিকে অধিকাংশ বেড়াল
সাপে কাটা রুগীর মতো
বিপন্নতা
তুমি কি বিষণ্ন হতে জানো!

করতোয়া পেরোচ্ছেন জাদুকর
কাঠের পুতুল, বাদামভাজার
গল্প

৫।
অথচ বাচ্চাটি জলে ডুবে যাচ্ছিল
সমস্ত মেঘের স্তূপে শোক
শান্ত বাড়িটি জুড়ে আহাজারি
কি ভাবে ফিরতাম আমি
বৃষ্টিপরিখায় চন্দনটিপ ফেলে!
শ্লোকে ভাসে স্নানঘর,আন্ধারনামা

৬।
কোথায় লালদীঘি, কোথায় পাঁচবিবি
হারাবতী কোলে আঞ্চলিক টুপি
ফেরাতে পারো পান্ডুলিপি, টি- শার্ট
পীরগঞ্জের ঘোড়া কেশর ফুলিয়ে
রাজশাহী

৭।
পার্শ্ববর্তী ফড়িঙেরা মাইল মাইল এভাবেই
অধুনা প্রশ্ন উঠছে মজ্জাগত ঘুমে
মুড়িঘণ্টে মাছের
কাঁটা
অন্যমনস্কতায় ভাসিয়ে রাখছো সীমান্ত
জয়পুরহাট থেকে টেলিফোন আসে
নদীপ্রসঙ্গে পোস্তদানার
ভর্তা
পিনকোড ভুলে গেছি
আমরা

৮।
আঙুলে ব্যথা পাওয়াটাও বিদায়দৃশ্যের
অংশ
বন্ধুর সানগ্লাস আমার দু'চোখে
শূণ্যমাঠে গড়িয়ে যাওয়া
রাত
জাঁকিয়ে বসেছিল বেতারতরঙ্গ
দেওয়ালে চিত্রকলা।
বিস্তারিত হবার অবকাশ নেই
বিবৃতিধর্মী এক জীবন, যেমন উড়ে আসা
ছাই

৯।

বাজনার ভিতর বিবরণ বাজছে
বিলাসিতার জন্য কত আয়োজন
খোলা পিঠে ভায়োলিন রাখা
বিকেলবাজারে তোর গুচ্ছ চুল
অসামান্য তিল নিয়ে ঘোড়াঘাট

১০।
কাদাপানিতে হাঁটু ডুবে যেতে চায়
লিখে রাখিস অতিক্রমের
ইতিহাস
চাঁদের আলোয় বেতারসংবাদ
হাঁস ও হাসি জায়গাবদল
করলে
সাধারণ দৃশ্যে ঘাটের সিঁড়ি

১১।

মেঘের ভেলায় দাঁড়িয়ে শ্বাসকষ্টের খবর শুনি
সুদূর ঢেকিঘর। চিকন ধানের
চিড়া।
মৃদু ধাক্কায় রুমাল নড়ে
সাবেকীয়ানা ভাঙছে পেঁয়াজের
ঝাঁঝ
যারা ভ্রু কুঁচকে গল্প চালিয়ে যায়
যারা মুখ ঘুরিয়ে দেখে গা- ডোবানো
মহিষ
ইটপাথরের বাড়ি। সুরা
ও
সূর্যোদয়
তালসুপুরির সারি, উঠোনের
হাঁস
ঠোঁটে গান, একাকী
হরিণশিকারীর

১২।

শুধু দৃশ্যের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়
কুয়াশায় কেউ পেতে রাখছে চেয়ার
জীবনটা মেঘের মতো কেন?
ধ্বনি কমে আসে। শূণ্য
সিঁথি।
আসমান জমিনের কথকতা
সীমান্ত পেরোবার পর পুনশ্চ
সোনাপাড়া, বেদনারহিত-

১৩।

রহস্য ঝুলেই থাকে। চাঁদের
প্রপাতে ফটোকপি মেশিন
জটিল জঙ্গল, কাঠবাংলো
হাসির মধ্যে মেঘ
অগুন্তি ইঁদুর আসে
ডুগডুগি হাটে

১৪।

যাদুঝোলা নিয়ে সটান বারান্দা
বৈঠক
রিলিফ খুঁজছি সাঁওতাল পাড়ায়
ইথারে ভেসে আসা হাঁকডাক
ঘুরপথে ঘোড়াঘাট। করতোয়া
সেতু।

১৫।

দ্রুতগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা
হাড়ের গায়ে বিচিত্র গল্প
পরকীয়া বাজারে মাসুদার
বর্ষা ঢুকছে। নির্লিপ্ত
শ্লোক

১৬।
সুমাত্রার এলোখোঁপায় তুই দিলি চিরুনী!
মেঘশিকারের দিন, ধানকল
বারান্দা নির্জন মানে ঠোঁটে কামড়

১৭।

কমা ও ফুলস্টপ এমন বিরতিহীন দিনে
হাইফেনের দু'পাশে একটানা
জনাদেশ
পাঁক ঘেটে আনা কই- মাগুর
যাচ্ছি নিকড়দীঘি।
আড়ালে লোক হাসানো
অপেরা

১৮।

তোর অসুখ না থাকলে গান
গোড়ালির ব্যথায় হাঁটতে পারি
না
প্রচুর ঘাস হবে নদীখাতে
হলুদবর্ণ দিনকাল
শালিক হারাচ্ছে শোলকচুর
ভূঁই

১৯।

প্রায় শেষ হচ্ছে শীতকাল
কুয়াশা নেই, চালতাছায়ায়
উরুতে ঘাঁ নিয়েই হেঁটে
আসে
কাঁকড়া, কাছিম ও
বনবিড়াল

২০।
ভাঙন ও ভুমিক্ষয়
মাঝখানে হিলি সীমান্ত
মরচেধরা রেললাইন
হেডলাইটের আলোয়
দেখি মিঠু ও
লালনভাই

২১।

বাঘ ডাকের দেশে আগুন জ্বলে
কষ্ট দিতে শুরু করলি আবার
কিনার কিনার হাঁটি
নতুন করে জেগে ওঠা শোক
হাত বন্দুক। পাখি পুড়িয়ে
খাওয়া

২২।

গভীর ফাটল থেকে উঠে আসা
বন্ধু তুই। অনতিদূরেই মোলান
বাজার। হেলথ্‌সেন্টার। দুপুরআলোয়
তুলি কাশফুলের ছবি। তবে তো
পালাতে হবে হাসপাতাল থেকে!
বিষয় খুঁজছি। আর তোর হাতে
নরম
পালক।

আজম মাহমুদ



জন্ম- ১০ আগষ্ট ১৯৮০, রাজশাহী
ইমেইল- ajombd@gmail.com

তুমি ফিরে আসছো কবে

মৃত মাছগুলোতে ফরমালিনের প্রতিক্রিয়া তাদের
ঠিকঠাক রেখেছে অনেকক্ষণ, এভাবে যদি আমাদের
ভালোবাসাতেও ফরমালিন দেয়া সম্ভব হতো- খুব বাঁচা
বেঁচে যেতাম। আর একটু বেশি সময়ের জন্য
বেঁচে থাকা হতো তোমার আমার। সময় গেলে
সাধন হয় না জানি, এও জানি- সময়ের একফোঁড়
অসময়ের দশফোঁড়। ফরমালিনের ধারণায়
একটু বেশি সময় পেয়ে যেতাম হয়তো।

পৃথিবীর সব মৃত্যু মেনে নিতে পারি অপ্রতিক্রিয়াশীলের মতো
শুধু তোমার আমার প্রেমের মৃত্যুবেদীতে দাঁড়িয়েও
অবিশ্বাসে চিৎকার করে উঠি- তুমি ফিরে আসছো কবে?

০৬.১১.২০১২

আপদমস্তক ডুবে আছি

সুদৃশ্য হুইস্কির বোতলে রাখা তরলমাদকতার
মতো তোমাকে একদম হাতে পেয়ে একটুও ধৈর্য্য
ধরে রাখতে পারিনি। ‘র’ এর মতো নির্ভেজাল
চালান করে দিয়েছি বুকের ভেতর। এরপর
বদ্ধোমাতাল তোমার প্রেমে- তোমার কামে।
কোনভাবেই স্বাভাবিক হতে পারছিনা, সেই যে
মাদকতা ঘিরে ধরেছে আমৃত্যু থাকবে জানি।
কখন ফুরিয়ে গেছো, শূণ্য হয়েছে কখন
সুদৃশ্য হুইস্কির বোতল বুঝতেই পারিনি।

যখন প্রকৃতপক্ষে বোধগম্য হবে তুমি নেই
আর একচুমুকও, মৃত্যু ছাড়া আর পথ
থাকবে না খোলা, এখন নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো
অলিকস্বপ্নে আপাদমস্তক ডুবে আছি।

০৮.১১.২০১২

ঘুম- অঘুমের কবিতা

প্রাতঘুম কেড়েছে তোমাকে দেখতে যাওয়ার আগ্রহ, ভাতঘুম কেড়ে নেয় সব কবিতা, রাতঘুম কেড়েছে রতিক্রীড়ার উৎসাহ। আমাকে কবি হতে গেলে আরো বিস্তর অপেক্ষায় কাটাতে হবে দিন- রাত্রি। শোকে বিহ্বল প্রেমিকের অঘুম শত্রু হয়, আমার বেলায় অতিঘুম। তোমাকে পাইনি পুরোটা, আজ পেয়ে যাবো- সে তুমি কবিতা হও আর প্রেমিকা, আজ নির্ঘুমপিল খেয়েই লেগেছি!

০৪.০১.২০১৩

স্মৃতিকাতর

স্মৃতিময় আবেশিত রাত্রি- দিন
শাসনের অতীত মস্তিস্কে চলাচল
হৃদয়ে বাজিয়ে চলে সন্ধ্যারাতের
বিমূর্ত খেয়াল।
এস্মৃতির বর্তমান আমার মৃত্যু
এস্মৃতির তিরোধান আমার নবজন্ম
অথচ সবশেষ টিকে থাকে
কেবল স্মৃতিরাই। যতোই সুখের জন্য
হাতড়াই ভাঙ্গা চশমা, ওর ফ্রেমে আর কাঁচে
লেগে থাকে শুধুই
আবছা স্মৃতির প্রলেপ।
ওরা আমাকে কোন মতেই দেখতে
দেবেনা স্বচ্ছ ভবিষ্যৎ।

০৫.০১.২০১৩

নীলরঙ

আকাশের কাছে নিয়েছি শিখে
কিভাবে মেঘেদের প্রলেপ সরে গেলে
শূণ্যবুকে নীল হয়ে যেতে হয়।
আর শিখেছি-
সাগরের বুকের ঢেউ উড়ে গেলে
কিভাবে গভীরতার নীলরঙ
সারা অঙ্গে মেখে নিতে হয়।

তোমাকে হারিয়ে জীবনের
সবরঙ দিয়েছি মন্দপাড়ায় বিকিয়ে
শুধু নিজের করে রেখেছি
জীবনের সবটুকু নীলরঙ...

তবু পুনরায় তোমাকে পেতে
চাই মন, এবার তোমাকে
সব নীল দিয়ে দেবো-
আর কাফনের কাপড়ের মতো
সাদারঙে জড়িয়ে নিবো নিজেকে।

০৯.০১.২০১৩

তসলিমা নাসরিনের প্রতি

আজকাল তসলিমার বুকের কষ্টটা আমার বুকেও বাজে
ওর হাস্যোজ্জ্বল দু'চোখের গভীরে একটা পাথরদৃষ্টি টের পাই, সবসময়।
মেয়েটি ভালোবাসতে জানতো- ঠিক আমার মতো, আর ভালোবাসার
প্রতিদানে অবহেলা এই সভ্যতার চিরায়ত বৈশিষ্ট্য।
দূরপ্রবাসে হলুদ হলুদ সময়গুলো কতো বেশি যন্ত্রণাময়
আমি বড় বেশি অনুভব করতে পারি।
আমাকেও হয়তো একদিন ভালোবাসার অপরাধে
ছিঁড়তে হবে শেকড়ের শৃঙ্খল...

তসলিমা হয়তো অনেক দূরে আছে-
ওর পাথরদৃষ্টি আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকে।

১৪.০১.২০১৩

শুধু স্বপ্ন, শুধু বিশ্বাস

আমাদের
স্বপ্নটাই শুধু সত্যি ছিলো, স্বপ্নে দেখা সবকিছুই ছিলো মেকি।
পুকুরের জলে আজও জোনাক জ্বলে-
আমাদের
মনের জোনাকীরা আলো জ্বলা ভুলে গেছে সেই কবে।
পথের ছিলো অনেক বাকি, তবু যেন মনে হলো
এইখানে জিরিয়ে নেয়া খুব জরুরী-
এরপরই শুরু হলো-
আমাদের
আরেক জন্মের হিসেব- নিকেশ।
পরেরবার আর ভ্রান্তিতে পড়বো না-
একবার বাজিয়ে বাঁশি
আমাদের
মৃত্যুর উৎসবে থামবে সেই সুর।

১৬.০১.২০১৩

পথ, পথিকের কাব্য

উদভ্রান্ত পথিকের কতো কিছুই
হারিয়ে যায় পথের ধূলোয়
তারা জ্বলা দেখে দেখে
সব পথিক চিনে নিতে পারেনা
আগামীর পথ।
আর প্রকৃত পথিক কখনও
পথের কাঁকরের কান্না
কানে তুলে না।
সব পথিকের হয়না গন্তব্যে পৌঁছানো।
কিছু পথ চিরকাল থেকে যায়
অধরা- অস্পর্শ।

সূর্যসম্ভব দিন, মৃত্যুসম্ভব রাত্রি

দিনগুলো আলোময়, ব্যস্ততার
ঘামে লেখা জীবনের সারমর্ম
যুদ্ধ, বিপ্লব, চাতুর্যতায় গান
গেয়ে যাওয়া অবিরাম।
স্বপ্ন ও প্রত্যাশার সাথে
সমীকরণ কেবল প্রাপ্তি কিংবা ফসলের-
একমাত্র বাঁচার তাগিদে। ফলে দিন
সবসময় সূর্যসম্ভব।

সন্ধ্যার পর রাত্রি নামে, তুমি নেই
মনে পড়ে যায়- আর মনে পড়ে
মৃতপ্রায় আমি কতো দ্রুত
মৃত্যুসম্ভব রাত্রির কাছে ফিরে আসি।

১৯.০১.২০১৩

নির্মেঘ দুঃখ

উত্তর আকাশে ছিলো মেঘ
পশ্চিম আকাশে ছিলো বজ্রপাত
আর আমি ছিলাম পূর্ব আকাশে
শুধু ভীত আর সন্ত্রস্ত।
ভ্রুক্ষেপ ছিলো না বৃষ্টির প্রতি
ছিলো না আক্ষেপ আকাশের
দেবতার উপরও।

সেখান থেকেই আমার
ফিরে আসার যাত্রা শুরু
কোনকালেই সমুদ্রের বুকে
ঝরে পড়া হয়নি আমার।

২৬.০১.২০১৩

মৃত প্রেমিকের লাশ

এ শতাব্দির মৃত প্রেমিকের লাশ ঘিরে
নৃত্যরত আটটি কালো কাক
ওরা স্বপ্নের ভেতর প্রেমিক হত্যার দৃশ্য আঁকে
অশৌচ শরীরে পড়ে ফেলে প্রেমগ্রন্থের সব পাঠ
আর স্বপ্নের ভেতর খুন করে চলে
প্রেম এবং প্রেমের উপসর্গ, বিসর্গ।
অতপর প্রেমিকের মৃত্যুল শব ঘিরে
দিন- রাত চলে আনন্দমাতম।

আকাশের ওপার থেকে নিজের চেনা অবয়ব
বড় অচেনা লাগে...

১৮.০২.২০১৩

তুমিহীন বিরান মরুভূমিতে

নিশ্বাস ভারি হলে বুঝতে পারি
তোমার কাছে যেতে না পারা কষ্টগুলো
প্রতিবাদি হয়ে উঠছে- যে কোন সময়
ধর্মঘট ডাকতে পারে ওরা প্রাণকুঠরীর
অন্ধকার ঘরে।

যেটুকু নিঃশ্বাস আজও তোমার শরীরের
চেনাগন্ধ ভুলে যেতে বসেছে
ওদের চেষ্টাতেই বেঁচে থাকা আজও
তুমিহীন বিরান মরুভূমিতে।

১০.০৩.২০১৩

চুম্বন

দু'হাতে ফুল দেয়ার রীতি ছিলো
বৃথা দিতে গেছি চুম্বন
আরক্ত গোলাপের বদলে দিয়েছি
আবক্ষ হৃদয়- এরপর উন্মাদনার শুরু
পথে প্রান্তরে।

অনেক পথের ভ্রান্তিফলে শিখেছি
ভালোবাসলেই বেড়ে যায় হৃদয়ের উষ্ণতা
চুম্বন তার সক্রিয় যোগাযোগ
একশত ভাগ বিপদজনক মোড়কে ভরা।

১১.০৩.২০১৩

ফেসবুক ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে

ফেসবুকটা ইদানিং কেমন যেন অসহ্য লাগছে। বুঝতে পারছি আমরা ক্রমশ লাইকপিপাষু হয়ে যাচ্ছি। আর সুন্দরী- চাটুকারী মেয়ের ছবি টাঙ্গানো প্রো-পিকের দিকে ক্রমশ উন্মাদের মতো ছুটে চলছি। এখানে সবাই তাদের কথা বলছে যারা আকাশের নীল আর মেঘেদের কথা ভাববার সময় পায় না। কেউ একজন গার্মেন্টস শ্রমিকের না দেখা সূর্যের আলোর কথা বলে না। যে মেয়েটি বাঁচার আশায় খুইয়েছে শরীরের প্রথম সতিত্ব, তার কথা কেউ বলছে না। নিরপরাধ মানুষটি চক্রান্তের শিকার হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কারাগারে কাটিয়ে দিচ্ছে পুরোটা জীবন। প্রেমিকের কাছে প্রতারণার শিকার হয়ে অন্ধকার পাড়ায় একটি মেয়ে প্রতিদিন দেহ বেচে যায় এককুড়ি পুরুষের কাছে। সংসারের মানুষগুলোর মুখে দু'বেলার অন্ন তুলে দিতে গিয়ে একটি মানুষ জীবন বিপন্ন করে বিষাক্ত জাহাজ ভাঙ্গার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিদিন। এই মানুষগুলোর কথা কেউ বলছে না ফেসবুকে। সবাই মাউস হাতে বসে আছে রঙ মেখে প্রসংশায় পঞ্চমুখ হতে। নরম হাতের আঙ্গুলে নোটপ্যাডের টাচস্ক্রীনে লাইক গুনতে ব্যস্ত সুন্দরী, বাতুলতাপূর্ণ পোষ্টে।

বিবেক বেচা মেগাবাইটের রাজ্যে ফেসবুক ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে।

১৩.০৩.২০১৩

সময়ের রোগ

উত্তপ্ত মরুভূমি প্রান্তরে জলের খোঁজে
অনেক সাঁতার দিয়েছে পাপের সমুদ্রে
সন্যাসীনিকে আমি চিনি-
ঢের অন্তর দিয়ে চিনে রেখেছি ওদের
পাপগুলো সময়ের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু
এর বেশি কিছুই ভাবি না।
তবু তোমাদের চোখে ভেসে থাকে
জোর করে চাপানো অভিনয়ের স্ক্রিপ্ট-
লেগে থাকে মিথ্যের অহংকার
শরীরে ক্ষয়ের চিহ্ন;
আমি তো ক্ষমা করেছি কবেই-
ভেবে সময়ের রোগ।

২৬.০৩.২০১৩

লেসবিয়ান

অঙ্গা- অঙ্গী জড়ানো, বুক ভর্তি আগুন
যেন বারুদমাইন,
কর্তা ও কর্ম জ্বলে পুড়ে খাক হলে
হয় লেসবিয়ান!

০৮.০৪.২০১৩

সব ঝড়ের কথা লেখা আছে জলশব্দের গায়

ঝড়জ জ্বরের কথা লেখা আছে জলশব্দের গায়
যে মেয়েটি সবচেয়ে বেশি ভিজিয়েছে আমায়
স্বপ্নে এসে, নদী সৃষ্টির কোনো খবর আজও পাইনি,
তার সদ্য জেগে ওঠা পাহাড়ের গায় হয়তো
মিলবে তরলসোনা...
এর চেয়ে বেশি পথ তৈরী হয়নি নদীবর্তী শরীর বেয়ে।
ঘুমস্বপ্ন পুড়ে যায়- কুমারী নারীর নিশ্বাসে,
রাতগুলোর উত্তাপে জীবন উঠেছে জেগে-
আর সব ঝড়ের কথা লেখা আছে জলশব্দের গায়।

১৩.০৫.২০১৩

বৈশাখের পঙতি

আমি অজস্র আগ্নেয়গিরির পাশে বসেছিলাম হাসিমুখে
অনুভূতিহীন শরীর- মনে আগুনের আঁচ লাগেনি মোটেও
মৃত্যুর কথা পড়েনি মনে জীবনের অযাচিত সীমাহীন
অত্যাচারে...
বরং জীবনকে ভালোবাসতে গিয়ে রাতের দুঃস্বপ্নগুলো
প্রথম ভোরেই হারিয়ে ফেলেছি বালুময় রূপালী পথের ধারে।

এরচেয়ে ভালো থাকার মন্ত্র-
মহামতি বুদ্ধও হয়তো জানতেন না!

এখন বৈশাখের আগুনলাগা কৃষ্ণচূড়া আড়াল করে রাখে
আগুনমুখো সূর্যটাকে-
খালিমাথায় পথ চলতে আমার কেনো সমস্যা হয়না...

১৪.০৫.২০১৩

চলো শরীর পড়ি

অবিনস্ত মেঘেদের গায় লাগিয়েছি উষ্ণ হাওয়ার প্রলেপ
ভেজেনি মন, ভিজেছে পাপে ভেজা শরীরের আবরণ
কোন দিন পাইনি খুঁজে জলসাঘরের সম্মুখদ্বার।
আমি ঐ রাজাদের অতিথি হবো- পানপাত্রে উঠিয়ে নেবো
তোমার শরীর পরিমান মতো।
মনে ধরে গেলেই বাঁকি পথ ফিরতে পারবো না একা কোন মতেই-
এই অতিথির মন নেই- পুরোটাই কবিত্বে ভরা...

বরং চলো হেঁটে যাই পূর্বাচলের পারে- যেখান থেকে
শুরু হয়েছিলো সহমরণের যাত্রা।
আর কোন অভিশাপ কাজে আসবে না-
কোনো প্রেমবিজ্ঞান দেখবে না সফলতার মুখ।
চলো একসাথে শরীর পড়ি চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়ম মেনে...

১৫.০৫.২০১৩

বরুণার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ

কবিতার কসম করে বলছি-
একদিন থাকবে না ঠোঁটের কোন স্বাদ
ও ঠোঁট হবে শুধুই একটুকরো মাংসপিন্ড
ঐ বুকেও থাকবে না কোন শিহরণ
সুনীলবাবু কতো আগেই জেনে গেছেন
বরুণার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ...

০৮.০৬.২০১৩

এখনও প্রেম

এখনও পাঠক রয়েছে বিস্তর-
প্রেমের
আমি শুধু বৃথা হারানো পারফিউম ছড়িয়ে যায়
বাতাসে।
এখনও প্রেম আছে তাই
এতো ভীড় দৌলতদিয়ার পতিতাপল্লীতে
শুধু শরীর আর রক্তের উষ্ণতার উৎসব নয়
প্রেম আছে বলেই মাঝরাতে
রঙ্গালয়ের বন্দিঘরে ভিজে ওঠে চোখ-
কোনও গণিকার...

আমার কাছে আগ্রা- ই শ্রেষ্ঠ নয়-
যতো কোটি মানুষ দেখি
ততো কোটি তাজমহল,
মানুষ এখনও বিশ্বাস রেখে চলেছে
পোষা কবুতরটির উপর...

২২.০৮.২০১৩

পাথরসময়

রোমান্সকাল শেষ হলে
পড়ে থাকে অন্তহীন পাথরসময়
দিন- রাত্রি বরফমাখা পথে
খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটা অবিরাম, খালিপায়।
রক্তের উষ্ণতায় বেঁচে থাকা
মৃত্যুর খুব কাছে গিয়ে প্রার্থনাবঞ্চিত
রোমান্সকালের বিপরিতার্থ শব্দ শুধুই-
পাথরসময়...

যার গেছে সেই শুধু জানে
শিশিরের শব্দে কার যেন দু'চোখ
নির্ঘুম রাত কাটায়...

২৮.১০.২০১৩

সময় আমার ঈশ্বর

গলনাঙ্কের উষ্ণতা পায়নি এ বরফসময়
তবু অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থাবান প্রকৃত সক্ষমতার
অপপ্রয়াস চলছে অহর্নিশি-
মানুষ এভাবেই এককালে সৃষ্টি করেছিলো
অসীম ক্ষমতাময় ঈশ্বর।
আর আমি চেয়ে আছি ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু
সময়ের দিকে-

সময় আমার ঈশ্বর-
আমি আর কাউকে বিশ্বাস করবার ভরসা পাইনা।

১১.১০.২০১৩

দৌলতদিয়া

বাইরে হর্স ফিলিংসের পসরা
ভেতরে ধর্ষিত হয় বেশ্যারা

দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে সুখ
দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে কষ্ট

আর
দৌলতদিয়া নিরবে পাড়ি দিচ্ছে হাজার বছর...

৩০.১১.২০১৩

স্বমেহন

আত্মমৈথুনকাল বিগত; অগনণ রাধা বেরিয়ে পড়েছে খোলা রাস্তায়। এখন সময় অসম্ভব উর্বর। নিতান্তই অযোগ্যতাকর্ম যাবতীয় স্বমেহন! তবে, খুব অকর্মণ্যদের জন্য ফোনোসেক্স শেষ ব্যবস্থাপত্র।

৩০.১১.২০১৩